ভোরের কাগজ

তারিখ 04 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

জনতা ব্যাংকে প্রয়োজনীয় জনবল নেই

নোয়াখালী-লক্ষ্মীপুরে উপবৃত্তি প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাহত

নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় জনতা ব্যাংকে প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের গৃহীত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিস্তারের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প আরম্ভ হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে পড়েছে। ১ম কিস্তির টাকা বিতরণের নির্ধারিত শেষ তারিখ অর্থাৎ গত ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত এ দুটি জেলায় একজন ছাত্রছাত্রীকেও উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করা যায়নি। বাসস।

উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাছাইকৃত দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের থেকে শতকরা ৪০ ভাগ ছাত্রছাত্রীকে এই উপবৃত্তি দেওয়ার কথা থাকলেও নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় জনতা ব্যাংকের জনবল কম থাকায় ১ম কিস্তির টাকা বিতরণের শেষ দিন (২৮ নভেম্বর) পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের হিসাব খোলাও সম্ভব হয়নি।

জনতা ব্যাংকের নোয়াখালী এরিয়া প্রধান মোঃ দেলোয়ার হোসেন, এজিএম (ইনচার্জ) জানান, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় মোট ১ লাখ ৬২ হাজার ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি দেওয়ার জন্য ৪ কোটি ৮৭ লাখ টাকা জনতা ব্যাংক পেলেও সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় টাকা বিলি করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরের মোট ৯টি শাখার মধ্যে চৌমুহনীতে ৩৮ হাজার ২৭৯ জন ছাত্রীর জন্য ১ কোটি ১৩ লাখ ৬৮ হাজার ৯৫০ টাকা, চাটখিল শাখার অধীনে ৮ হাজার ৭২০ জন ছাত্রীর জন্য ২৫ লাখ ৮২ হাজার ৪০০ টাকা, হাতিয়া উপজেলার ওছখালী শাখায় ১৮ হাজার ২৫০ জন ছাত্রীর জন্য ২৪ লাখ ৯১ হাজার ৫৭৫ টাকা, সেনবাগ শাখায় ১৪ হাজার ১০২ জন ছাত্রীর জন্য ৪১ লাখ ৮২ হাজার ২২৫ টাকা, লক্ষ্মীপুর শাখার অধীনে ২৮ হাজার ৫৬ জন ছাত্রীর জন্য ৮৩ লাখ ৪ হাজার ৭৫ টাকা, রায়পুর শাখার অধীনে ১৪ হাজার ৯৪৯ জন ছাত্রীর জন্য ৪৪ লাখ, ১৬ হাজার ৭৫ টাকা, রামগঞ্জ শাখার অধীনে ১২ হাজার ৩৭০ জন ছাত্রীর জন্য ৩৬ লাখ ৬৫ হাজার ৬২৫ টাকা এবং রামগতি উপজেলার চর আলেকজান্ডার শাখার অধীনে ২১ হাজার ১৯০ জন ছাত্রীর জন্য ৬২ লাখ ৯৩ হাজার ১৭৫ টাকা বিতরণের তালিকা রয়েছে। কিন্তু কিছু শাখায় মাত্র ৪ জন কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে। তাদের পক্ষে ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি এই উপবৃত্তি প্রদান করা দুরূহ ব্যাপার। ইতিমধ্যে কয়েকটি শাখা তার নিকট উপবৃত্তি বিতরণের জন্য জনবল চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন।

জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের শাখা বিভাগ এক পত্রের মাধ্যমে এরিয়া প্রধানকে প্রথম ৩ মাসের উপবৃত্তির প্রথম কিস্তির টাকা ২৮ নভেম্বর ২০০২-এর মধ্যে বণ্টন করে তার চূড়ান্ত হিসাব বিবরণী ডিসেম্বর ২০০২-এর মধ্যে বিতরণের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত এই উপবৃত্তির কার্যক্রমই শুরু করা যায়নি। কয়েকটি শাখা উপবৃত্তির যাবতীয় কাগজপত্র গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করলেও এরিয়া প্রধানের নির্দেশে তারা তা গ্রহণ করেছেন। তবে অতিরিক্ত জনবল ব্যতীত তাদের পক্ষে বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানা যায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনতা ব্যাংকের একজন শাখা ব্যবস্থাপক জানান, তারা ব্যাংকের স্বাভাবিক কাজের পাশাপাশি মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি, শিক্ষকদের বেতন, অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন, বিদ্যুৎ বিল, প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্রসহ অনেক কাজই করতে হিমশিম খাচ্ছে। এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি প্রদানের নতুন করে দায়িত্ব দেওয়ায় বিপাকে ফেলেছে। প্রয়োজনীয় জনবল না পেলে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন। অন্য একটি সূত্র জানায়, জনতা ব্যাংকের কিছু অলাভজনক শাখা বন্ধ করে দেওয়ার পর ঐ শাখাসমূহের উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্ন অজুহাতে একই স্থানে অবস্থান করছে অথবা যেখানে প্রয়োজনীয় জনবলের দরকার নেই সেখানে তারা তদবিরের মাধ্যমে রয়ে গেছে।

এ অবস্থায় সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সহযোগিতার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপকহারে প্রসারের লক্ষ্যে এই উপবৃত্তি কার্যক্রম ব্যাহত হবার আশঙ্কা রয়েছে। এ ব্যাপারে নোয়াখালী জেলা প্রশাসক মোস্তফা কামাল হায়দার জানান, যে কোনো মূল্যেই সরকারের এই কার্যক্রমকে গতিশীল করতে হবে। এটি ব্যাহত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। প্রয়োজনে ব্যাংকে অতিরিক্ত জনবল পাঠানোর জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হবে।